ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্‌-নং ঃ)SWC/PC/Rape/Sl.434/2010/ তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

গণধর্ষণে অভিযুক্ত দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার চায় মহিলা কমিশন

বিগত ২৩-১২-১০ তারিখের পত্রিকার খবরের ভিত্তিতে মহিলা কমিশনের দুজন সদস্য ২৮-১২-'১০-এ ঘটনার সত্যতা জানতে খোয়াই থানায় পৌছান। থানার তদন্তকারী অফিসারের সহায়তায় সদস্যরা দশগরিয়ায় গিয়ে অত্যাচারিতা ১৬ বছরের সুমিতা (কল্পিত নাম) দেববর্মা, তার জেঠতুতো দাদা ও বৌদির সঙ্গে দেখা করে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

অমানবিক অত্যাচারে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া সুমিতা (কল্পিত নাম) জানায় গত ২১-১২-১০ তারিখ রাত প্রায় ৯-৩০ নাগাদ দাদা ও বৌদির সঙ্গে ত্রিপুরীদের উৎসব গ্রিং দেখতে হুনবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। স্থানীয় নীহার দেববর্মার রাবার বাগানের কাছাকাছি পৌছানো মাত্র তিনটি ছেলে তাদের রাস্তা আটকায় ও বিনা কারণে দাদা মলেন্দ্রকে মারধোর করে। ভয়ে দাদা পালিয়ে গেলে মদমত্ত ছেলে তিনটি সুমিতা ও তার বৌদিকে ধরে ফেলে। বৌদি কোনক্রমে পালিয়ে গেলে সুমিতাকে তারা জোর করে টেনে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে যায়। চিৎকার করতে থাকলে পাষন্ড ছেলেগুলি তার মুখটিপে ধরে ভীষণ মারধোর করে। তিন নরাধম উগ্রপন্থী পরিচয় দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাকে পরপর ধর্ষণ করে। অত্যাচারের বর্বরতায় সে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অনেকক্ষণ পরে দাদা মলেন্দ্র অনেক লোক নিয়ে এসে প্রায় অজ্ঞান ও বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

সুমিতার দাদা ও বৌদির বর্ণিত বিবরণের যথার্থতা স্বীকার করে জানান বৌদি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে কোনরকমে পালিয়ে, সারারাত জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরে আসেন। সুমিতার দাদা আরও জানান বোনের চিৎকার অনুসরণ করে নিকটবর্তী গ্রিং মেলা থেকে ৩০/৩৫ জন লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে অজ্ঞান ও বিবস্ত্র অবস্থায় বোন সুমিতাকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে আসেন। উক্ত তিন দুর্বৃত্ত শচীন্দ্র দেববর্মার ছেলে অনুপ দেববর্মা, হরেন্দ্র দেববর্মার ছেলে দাসুরঞ্জন দেববর্মা ও অমল দেববর্মার ছেলে ইনফেন দেববর্মা। লোকজনের আওয়াজ শুনলে দুজন পালিয়ে গেলে দাসুরঞ্জন দেববর্মা ধরা পড়ে যান। উপস্থিত ৩০/৩৫ জন তাকে উত্তম মধ্যম দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দাসু সকলের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরের দিন সুমিতার দাদা উক্ত তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কেস নং 80/10 u/s 341/325/354/376(2)(G) IPC, dt.22-12-10. থানা সূত্রে জানা গেছে তিন অভিযুক্তের একজনও এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে সম্মান ও স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে আত্মহত্যার ইচ্ছায় কান্নায় ভেঙে পড়া সুমিতাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা কারও জানা নেই।

একবারও কি পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্তরা ভেবে দেখবে না সুখ শান্তি বঞ্চিত নারীর দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতবাসে ও কারান্তরালে তাদের কতখানি শান্তি দিতে পারবে? পরবর্তী জীবনে সমাজের কাছে, নিজের কাছে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে তো?

কমিশন সংশ্লিষ্ট থানাকে অবিলম্বে অভিযুক্ত দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করতে বলেছে।

মেম্বার সেক্রেটারী
ত্রিপুরা মহিলা কমিশন